কারক ও বিভক্তি

সম্বোধন পদ: কেন কারক নয়?

'সম্বোধন' শব্দের অর্থ আহ্বান। যাকে ডেকে বা আহ্বান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে।

উদাহরণ: ১. ওহে মাঝি, আমাকে পার করো। ২. হে নাবিক, মিনতি আমার রাখো। ৩. ওরে খোকা, যাবার সময় একটা কথা শুনে যাস।

সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ হলেও ক্রিয়াপদের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। তাই বাংলা ব্যাকরণে সম্বোধন পদকে সাধারণত কারক বলা হয় না।

তুলনা

পদ	ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে?	কারক?
খোকা বই পড়ে।	আছে	খোকা = কর্তৃকারক
ওরে খোকা, বই পড়।	'খোকা' আহ্বানমাত্র	সম্বোধন পদ, কারক নয়

সম্বোধন পদের পরে আধুনিক লেখায় সাধারণত কমা ব্যবহৃত হয়। পূর্বে বিস্ময়সূচক চিহ্নও ব্যবহৃত হতো।

কারক-বিভক্তির বিশেষ সতর্কতা

বাংলা ভাষায় কোনো নির্দিষ্ট কারকের জন্য সব সময় নির্দিষ্ট বিভক্তি থাকে না। একই বিভক্তি বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হতে পারে; আবার একই কারক বিভিন্ন বিভক্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। তাই কারক নির্ণয়ের প্রধান উপায় হলো– ক্রিয়ার সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক বোঝা।

একটি প্রথাগত সূত্র হিসেবে বলা যায়–

বিভক্তি দেখে নয়, সম্পর্ক দেখে কারক চেনো।

সকল কারকে শূন্য বিভক্তির প্রয়োগ

কারক	উদাহরণ	কারক	উদাহরণ
কর্তৃকারক	রহিম বাড়ি যায়।	সম্প্রদান	ভিক্ষা দাও দেখিলে ভিক্ষুক।
কর্মকারক	ডাক্তার ডাকো।	অপাদান	ট্রেনটি ঢাকা ছাড়ল।
করণ কারক	ছেলেরা বল খেলে।	অধিকরণ	সারারাত বৃষ্টি হয়েছে।

সকল কারকে সপ্তমী/এ বিভক্তির প্রয়োগ

কারক	উদাহরণ	কারক	উদাহরণ
কর্তৃকারক	লোকে বলে।	সম্প্রদান	দীনে দয়া করো।
কর্মকারক	জিজ্ঞাসিব জনে জনে।	অপাদান	তিলে তেল হয়।
করণ কারক	জ্ঞানে আনন্দ লাভ হয়।	অধিকরণ	বনে বাঘ থাকে।

সকল কারকে দ্বিতীয়া/কে বিভক্তির প্রয়োগ

কারক	উদাহরণ	কারক	উদাহরণ
কর্তৃকারক	আমাকে যেতে হবে।	সম্প্রদান	ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।
কর্মকারক	পুলিশকে সংবাদ দাও।	অপাদান	বাবাকে বড্ড ভয় পাই।
করণ কারক	ফাটা বলকে খেলা যায় না।	অধিকরণ	আজকে বেশ গরম পড়েছে।

সকল কারকে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ

কারক	উদাহরণ	কারক	উদাহরণ
কর্তৃকারক	আমার যাওয়া হবে না।	সম্প্রদান	ভিক্ষুকদের পয়সা দাও।

NABARUN PUBLICATION SINCE 1993

কর্মকারক	তোমার দেখা পেলাম না।	অপাদান	বাঘের ভয়ে সকলে ভীত।
করণ কারক	কালির দাগ সহজে ওঠে না।	অধিকরণ	নদীর জল ঘোলাও ভালো।

কারক নির্ণয়ের কৌশল

প্রথাগতভাবে কারক নির্ণয়ের জন্য ক্রিয়ার সঙ্গে প্রশ্ন করা হয়। তবে শুধু প্রশ্ন মুখস্থ করলেই হবে না; বাক্যের অর্থ ও বিভক্তির ব্যবহারও বুঝতে হবে।

কারক	**প্রশ্ন**	**বাক্যের ধরন**	**সচরাচর বিভক্তি**
কর্তৃকারক	কে/কারা/কীসে + ক্রিয়া?	কাজের কর্তা	শূন্য/প্রথমা
কর্মকারক	কী/কাকে + ক্রিয়া?	কাজের বস্তু/লক্ষ্য	শূন্য/দ্বিতীয়া
করণ কারক	কী দিয়ে/কীসের দ্বারা + ক্রিয়া?	মাধ্যম/উপকরণ	তৃতীয়া/দিয়ে/দ্বারা
কারক	**প্রশ্ন**	**বাক্যের ধরন**	**সচরাচর বিভক্তি**
অপাদান কারক	কোথা থেকে/কী থেকে + ক্রিয়া?	উৎস/বিচ্ছেদ/তুলনা	পঞ্চমী/থেকে/হতে
অধিকরণ কারক	কোথায়/কখন/কীসে + ক্রিয়া?	স্থান/কাল/ভাব	সপ্তমী/-এ/-তে/-য়
সম্বন্ধ কারক	কার/কীসের + নামপদ?	নামপদ-সম্পর্ক	ষষ্ঠী/-র/-এর

সমগ্র শ্রেণিবিভাগের মানচিত্র

কারক

- ক্রিয়াসম্পর্কিত কারক
  - কর্তৃকারক
    - মুখ্য কর্তা
    - প্রযোজক কর্তা
    - প্রযোজ্য কর্তা
    - ব্যতিহার কর্তা
  - কর্মকারক
    - মুখ্য কর্ম
    - গৌণ কর্ম
    - সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম
    - প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম
    - সমধাতুজ কর্ম
    - উদ্দেশ্য-বিধেয় কর্ম
  - করণ কারক
    - যন্ত্র/উপায়/মাধ্যম
  - অপাদান কারক
    - স্থানবাচক
    - অবস্থানবাচক
    - কালবাচক
    - দূরত্ববাচক
    - তারতম্যবাচক
  - অধিকরণ কারক
    - ভাবাধিকরণ
    - কালাধিকরণ
    - আধারাধিকরণ
      - ঐকদেশিক
      - অভিব্যাপক
      - বিষয়িক
- ক্রিয়াসম্পর্কহীন/পরোক্ষ কারক
  - সম্বন্ধ কারক
    - অধিকার
    - জন্য-জনক
    - কার্যকারণ
    - উপাদান
    - গুণ
    - হেতু
    - অংশ
    - কৃতি
    - উপমান-উপমেয়
    - কারক-সম্বন্ধ
- কারক নয়
- সম্বোধন পদ

কারকের শ্রেণিবিভাগ প্রকৃতপক্ষে বাক্যের সম্পর্ক-বিন্যাস বোঝার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কর্তা দেখায় কে কাজ করছে; কর্ম দেখায় কাজের লক্ষ্য; করণ দেখায় উপায়; অপাদান দেখায় উৎস বা বিচ্ছেদ; অধিকরণ দেখায় স্থান, কাল বা আধার; আর সম্বন্ধ কারক দেখায় নামপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক। সম্প্রদান কারক প্রথাগত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও আধুনিক বাংলায় তা অনেক সময় কর্ম বা নিমিত্তধর্মী সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ হলেও ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় কারক নয়।

অতএব, বাংলা কারক বোঝার মূল কথা হলো– ক্রিয়াকে কেন্দ্র ধরো, নামপদের ভূমিকা বুঝো, বিভক্তি ও অনুসর্গের চিহ্ন দেখো, তারপর সম্পর্কের নাম নির্ধারণ করো। এই পদ্ধতিতে কারক শুধু মুখস্থের বিষয় থাকে না; এটি হয়ে ওঠে বাক্যের ভেতরের যুক্তি ও অর্থ-সংগঠনের চাবিকাঠি।

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

কারক ও বিভক্তি নির্ণয়

ক্রমিক নং	প্রদত্ত বাক্য	কারক	বিভক্তি
১	বিপদে মোরে রক্ষা করো।	অপাদানে	৭মী
২	বিপদে যেন করিতে পারি জয়।	কর্মে	৭মী
৩	বিপদে ধৈর্য ধারণ করো।	অধিকরণে	৭মী
৪	তিলে তৈল আছে।	অভিব্যাপক অধিকরণে	৭মী
৫	তিলে তৈল হয়।	অপাদানে	৭মী
৬	টাকায় টাকা হয়।	অপাদানে	৭মী
৭	টাকায় কী না হয়।	করণে	৭মী

ক্রমিক নং	প্রদত্ত বাক্য	কারক	বিভক্তি
৮	গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।	অধিকরণে	৭মী
৯	শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।	উপলক্ষণ বা লক্ষণাত্মক করণে	৭মী
১০	লোকটা কান্নায় ভেঙে পড়ল।	করণে	৭মী
১১	কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।	ভাবাধিকরণে/ভাবে	৭মী
১২	লোকে বলে।	কর্তায়	৭মী
১৩	তাকে বলো।	কর্মে	২য়া
১৪	শুক্রবার স্কুল বন্ধ।	অধিকরণে	শূন্য
১৫	শুক্রবার হতে স্কুল বন্ধ।	কালাত্মক অপাদানে	৫মী
১৬	কলমে কালি ঝরে।	অপাদানে	৭মী
১৭	কলমে কালি ধরে।	অধিকরণে	৭মী
১৮	নতুন ধানে হবে নবান্ন।	করণে	৭মী
১৯	ধানে খই হয়।	অপাদানে	৭মী
২০	জমিতে ধান জন্মে।	কর্তায়	শূন্য
২১	পরীক্ষা আসলে চোখে জল ঝরে।	অপাদানে	৭মী
২২	সে চোখে দেখে না।	করণে	৭মী
২৩	ফুটবল একটি জনপ্রিয় খেলা।	কর্তায়	শূন্য
২৪	ছেলেরা ফুটবল খেলে।	করণে	শূন্য
২৫	ছেলেটি একটি ফুটবল কিনেছে।	কর্মে	শূন্য
২৬	ছাদে পানি পড়ে।	অপাদানে	৭মী
২৭	ছাদ থেকে নদী দেখা যায়।	অধিকরণে	৫মী
২৮	ঈশ্বরে বিশ্বাস করো।	কর্মে	৭মী
২৯	ঈশ্বর থাকেন ওই ভদ্র পল্লিতে।	কর্তায়	শূন্য
৩০	ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাটিয়া চলিল।	অধিকরণে	৭মী
৩১	ঘোড়ায় গাড়ি টানে।	কর্তায়	৭মী
৩২	ছায়ায় বসো।	অধিকরণে (স্থানাধিকরণ)	৭মী
৩৩	কোথা সে ছায়া সখি।	কর্মে	শূন্য
৩৪	বাবা ঢাকা থাকেন।	অধিকরণে	শূন্য
৩৫	গাড়ি ঢাকা ছাড়ল।	অপাদানে	শূন্য
৩৬	চোখ দিয়ে পানি পড়ে।	অপাদানে	৩য়া
৩৭	চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়।	করণে	৭মী
৩৮	জ্ঞানে বিমল আনন্দ লাভ হয়।	করণে	৭মী
৩৯	জ্ঞানে বিমল আনন্দ লাভ হয়।	কর্মে	শূন্য
৪০	সে আনন্দে আত্মহারা হলো।	করণে	৭মী
৪১	লেজে খেলায়।	করণে	৭মী
৪২	তার লেজে পাড়া দেওয়া যায় না।	অধিকরণে	৭মী
৪৩	ধোপাকে কাপড় দাও।	কর্মে	২য়া
৪৪	কাঁথায় শীত মানে না।	করণে	৭মী

ক্রমিক নং	প্রদত্ত বাক্য	কারক	বিভক্তি
৪৫	নকশি কাঁথায় নকশা আঁকো।	অধিকরণে	৭মী
৪৬	আমারে তুমি করিবে ত্রাণ।	কর্মে	২য়া
৪৭	আমায় একটু আশ্রয় দিন।	কর্মে	৭মী
৪৮	অন্ন চাই।	কর্মে	শূন্য
৪৯	অন্নহীনে অন্ন দাও।	কর্মে	৭মী
৫০	বিহগে ললিত গীতি শিখিয়েছে ভালোবাসি।	কর্মে	৭মী
৫১	বিহগে গান গাইছে।	কর্তায়	৭মী
৫২	আমার যাওয়া হবে না।	কর্তায়	৬ষ্ঠী
৫৩	তার দেখা পেলাম না।	কর্মে	৬ষ্ঠী
৫৪	করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ঘুরে।	অপাদানে	শূন্য
৫৫	বৃন্দাবনে রাধা নেই।	অধিকরণে	৭মী
৫৬	পরীক্ষা আসলে মন খারাপ হয়।	কর্তায়	শূন্য
৫৭	সে পরীক্ষা দেয়নি।	কর্মে	শূন্য
৫৮	হাতে কাজ করো।	করণে	৭মী
৫৯	পাতায় পাতায় পড়ে নিশিতে শিশির।	অধিকরণে	৭মী
৬০	লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।	অপাদানে	৭মী
৬১	লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।	করণে	৭মী
৬২	পাপে বিরত হও।	অপাদানে	৭মী
৬৩	গুরুজনে করো নতি।	কর্মে	৭মী
৬৪	আমা হতে এ কাজ হবে না।	কর্তায়	৫মী
৬৫	মেঘ হতে বৃষ্টি হয়।	অপাদানে	৫মী
৬৬	জিজ্ঞাসিব জনে জনে।	কর্মে	৭মী
৬৭	দু দণ্ডে চলে যায় দুদিনের পথে।	কালাত্মক করণে	৭মী
৬৮	চারদিন হতে আমার জ্বর।	কালাত্মক অপাদানে	৫মী
৬৯	পাহাড় নাড়ায় সাধ্য কার।	কর্মে	শূন্য
৭০	আমি পাহাড়ে উঠিনি।	অধিকরণে	৭মী
৭১	আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়।	কর্তায়	শূন্য
৭২	সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।	ব্যতিহার কর্তায়	৭মী
৭৩	হাসিতে মুক্তা ঝরে।	অধিকরণে/ভাবে	শূন্য
৭৪	পুকুরে পানি আছে।	ঐকদেশিক আধারাধিকরণ	৭মী
৭৫	পুকুরে মাছ আছে।	সামীপ্য ঐকদেশিক	৭মী
৭৬	ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে।	আধারাধিকরণ	৫মী
৭৭	ঘাট থেকে নৌকা ছেড়ে গেল।	অপাদানে	২য়া
৭৮	হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে।	অধিকরণে	৩য়া
৭৯	খিলি পান দিয়ে ওষুধ খাব।	অধিকরণে	৭মী
৮০	এক থালাতে খাব মোরা।	অপাদানে	৭মী
৮১	ছেলেরা পুকুরে মাছ ধরে।	অপাদানে	৭মী

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

ক্রমিক নং	প্রদত্ত বাক্য	কারক	বিভক্তি
৮২	ডাক্তার ডাকো।	কর্মে	২য়া
৮৩	ডাক্তারকে ডাকো।	কর্মে	৩য়া
৮৪	তার গা দিয়ে ঘাম ঝরে।	অপাদানে	৩য়া
৮৫	কলা দিয়ে ওষুধটা খাও।	অধিকরণে	৩য়া
৮৬	গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।	কর্তায়	৭মী
৮৭	সন্ন্যাসীর গায়ে লাগিতে চরণ থামিল বাসব দত্তা।	অধিকরণে	৭মী
৮৮	ঝিনুকে খোঁচা লেগেছে।	করণে	৭মী
৮৯	ঝিনুককে ডাকো।	কর্মে	২য়া
৯০	অর্থ অনর্থ ঘটায়।	কর্মে	শূন্য
৯১	আকাশ মেঘে ঢাকা।	অধিকরণে	শূন্য
৯২	আমার ভাত খাওয়া হলো না।	কর্মে	শূন্য
৯৩	আকাশে চাঁদ উঠেছে।	অধিকরণে	৭মী
৯৪	ইট-পাথরের বাড়ি বেশ শক্ত।	করণে	৬ষ্ঠী
৯৫	ইটের বাড়ি সহজে ভাঙে না।	করণে	৬ষ্ঠী
৯৬	এ কলমে ভালো লেখা হয়।	করণে	৭মী
৯৭	এ জমিতে সোনা ফলে।	অধিকরণে	৭মী
৯৮	এ কলমে বেশ লেখা যায়।	করণে	৭মী
৯৯	কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।	অধিকরণে	৭মী
১০০	কাচের জিনিস সহজে ভাঙে।	করণে	৬ষ্ঠী
১০১	কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।	অধিকরণে	৭মী
১০২	কৃষক লাঙল চষছে।	করণে	শূন্য
১০৩	কালির দাগ সহজে ওঠে না।	সম্বন্ধ	৬ষ্ঠী
১০৪	কাজে মন দাও।	কর্মে	৭মী
১০৫	গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।	অধিকরণে	৭মী
১০৬	গোরুতে গাড়ি টানে।	কর্তায়	৭মী
১০৭	গগনে গরজে মেঘ।	কর্তায়	শূন্য
১০৮	ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।	অধিকরণে	৭মী
১০৯	চোরের ভয়ে ঘুম আসে না।	অপাদানে	৬ষ্ঠী
১১০	ছাগলে কী না খায়।	কর্তায়	৭মী
১১১	জলকে চল।	নিমিত্তার্থে	৪র্থী
১১২	জল পড়ে পাতা নড়ে।	কর্তায়	শূন্য
১১৩	জমিতে সোনা ফলে।	অধিকরণে	৭মী
১১৪	জলের লিখন থাকে না।	করণে	৬ষ্ঠী
১১৫	জেলে মাছ ধরে।	কর্তায়	শূন্য
১১৬	জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।	অধিকরণে	৭মী
১১৭	ট্রেনটি ঢাকা ছেড়েছে।	অপাদানে	শূন্য
১১৮	টাকার লোভ ভালো নয়।	সম্বন্ধে	৬ষ্ঠী

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

ক্রমিক নং	প্রদত্ত বাক্য	কারক	বিভক্তি
১১৯	তিনি ব্যাকরণে পন্ডিত।	অধিকরণে	৭মী
১২০	তিনি হজে গেছেন।	নিমিত্তার্থে	৭মী
১২১	তিনি বাড়ি নেই।	অধিকরণে	শূন্য
১২২	তারা ফুটবল খেলে।	করণে	শূন্য
১২৩	তার ধর্মে মতি আছে।	অধিকরণে	৭মী
১২৪	দশে মিলে করি কাজ।	কর্তায়	৭মী
১২৫	দুধে ছানা হয়।	অপাদানে	৭মী
১২৬	ধান থেকে চাউল হয়।	অপাদানে	৫মী
১২৭	ধনী দরিদ্রকে ঘৃণা করে।	কর্মে	২য়া
১২৮	নিজের চেষ্টায় বড়ো হও।	করণে	৭মী
১২৯	নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীণা রচিত হয়।	কর্তায়	৩য়া
১৩০	নদীতে মাছ আছে।	অধিকরণে	৭মী
১৩১	শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয়।	কর্তায়	শূন্য
১৩২	সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরু মহাশয়।	কর্মে	৭মী
১৩৩	সরোবরে পদ্ম জন্মে।	অধিকরণে	৭মী
১৩৪	সব ঝিনুকে মুক্তা মিলে না।	অধিকরণে	৭মী
১৩৫	সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়।	কর্মে	শূন্য
১৩৬	সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দেব কোথা।	অধিকরণে	৭মী
১৩৭	সাপুড়ে সাপ খেলায়।	কর্তায়	শূন্য
১৩৮	সমুদ্রজলে লবণ আছে।	অধিকরণে	৭মী
১৩৯	সে বাড়ি নেই।	অধিকরণে	শূন্য

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

সকল কারকে শূন্য বিভক্তির প্রয়োগ

কর্তৃকারকে : **রহিম** বাড়ি যায়।
হৃদয় স্কুলে যায়।

কর্মকারকে : **ডাক্তার** ডাকো।
ঘোড়া **গাড়ি** টানে।

করণ কারকে : ঘোড়াকে **চাবুক** মারো।
ছেলেরা **বল** খেলে।

সম্প্রদানে : ভিক্ষা দাও, দেখিলে **ভিক্ষুক**।

অপাদানে : গাড়ি **স্টেশন** ছাড়ে।
ট্রেনটি **ঢাকা** ছাড়ল।

অধিকরণে : **সারারাত** বৃষ্টি হয়েছে।
আমরা **বরিশাল** যাব।

সকল কারকে সপ্তমী বা ‘এ’ বিভক্তির প্রয়োগ

কর্তৃকারকে : **লোকে** বলে।
পাগলে কি না বলে।

কর্মকারকে : এ **অধীনে** দায়িত্বভার অর্পণ করুন।

জিজ্ঞাসিব **জনে জনে**।

করণ কারকে : এ **কলমে** ভালো লেখা হয়।
জ্ঞানে বিমল আনন্দ লাভ হয়।

সম্প্রদানে : **দীনে** দয়া করো।

অপাদানে : 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারি **রাঘবে**?'
তিলে তৈল হয়।

অধিকরণে : এ **দেহে** প্রাণ নেই।
বনে বাঘ থাকে।

সকল কারকে দ্বিতীয়া বা 'কে' বিভক্তির প্রয়োগ

কর্তৃকারকে : **আমাকে** যেতে হবে।
কর্মকারকে : **পুলিশকে** সংবাদ দাও।
করণ কারকে : **ফাটা বলকে** খেলা যায় না।
সম্প্রদানে : **ভিক্ষুককে** ভিক্ষা দাও। (সম্প্রদানে 'কে' বোঝাতে ৪র্থী বিভক্তি হয়)
অপাদানে : **বাবাকে** বড্ড ভয় পাই।
অধিকরণে : **আজকে** বেশ গরম পড়েছে।

সকল কারকে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ

কর্তৃকারকে : **আমার** যাওয়া হবে না।
কর্মকারকে : **আমাদের** আর কত জ্বালাবে?
করণ কারকে : **কালির দাগ** সহজে ওঠে না।
সম্প্রদানে : **ভিক্ষুকদের** পয়সা দাও।
অপাদানে : যেখানে **বাঘের** ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়।
অধিকরণে : **নদীর** জল ঘোলাও ভালো।

সম্বন্ধ কারক

যে কারকে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামের সম্পর্ক নির্দেশিত হয়, তাকে সম্বন্ধ কারক বলে। এই কারকে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পরোক্ষ। এই কারকে শব্দের সঙ্গে '–র', '–এর', '–য়ের', '–কার', '–কের' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন–

ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না।
আমার জামার বোতামগুলো একটু অন্য রকম।
তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে চলতে হতো মাইলের পর মাইল।

সম্বন্ধ কারকের বিভক্তি

(ক) সম্বন্ধ কারক 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যথা : আমি + র = আমার (ভাই), খালিদ + এর = খালিদের (বই)।

(খ) সময়বাচক অর্থে কারকে কার > কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা : আজি + কার > আজকের (কাগজ)। পূর্বে + কার = পূর্বেকার (ঘটনা)। কালি + কার = কালিকার > কালকার > কালকের (ছেলে)। কিন্তু 'কাল' শব্দের উত্তর শুধু 'এর' বিভক্তিই যুক্ত হয়। যেমন : কাল + এর = কালের। বাক্য : কত না **কালের** কথা।

সম্বন্ধ কারকের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ কারক বহু প্রকারের হতে পারে। যথা :

১. অধিকার সম্বন্ধ : **রাজার** রাজ্য, **প্রজার** জমি।
২. জন্য–জনক সম্বন্ধ : **গাছের** ফল, **পুকুরের** মাছ।
৩. কার্যকারণ সম্বন্ধ : **অগ্নির** উত্তাপ, **রোগের** কষ্ট।
৪. উপাদান সম্বন্ধ : **রুপার** থালা, **সোনার** বাটি।
৫. গুণ সম্বন্ধ : **মধুর** মিষ্টতা, **নিমের** তিক্ততা।
৬. হেতু সম্বন্ধ : **ধনের** অহংকার, **রূপের** দেমাক।

৭. ব্যাপ্তি সম্বন্ধ	:	**রোজার** ছুটি, **শরতের** আকাশ।
৮. ক্রম সম্বন্ধ	:	**পাঁচের** পৃষ্ঠা, **সাতের** ঘর।
৯. অংশ সম্বন্ধ	:	**হাতির** দাঁত, **মাথার** চুল।
১০. ব্যবসায় সম্বন্ধ	:	**পাটের** গুদাম, **আদার** ব্যাপারী।
১১. ভগ্নাংশ সম্বন্ধ	:	**একের** তিন, **সাতের** পাঁচ।
১২. কৃতি সম্বন্ধ	:	**নজরুলের** 'অগ্নিবীণা', **মাইকেলের** 'মেঘনাদবধ কাব্য'।
১৩. আধার–আধেয় সম্বন্ধ	:	**বাটির** দুধ, **শিশির** ওষুধ।
১৪. অভেদ সম্বন্ধ	:	**জ্ঞানের** আলোক, **দুঃখের** দহন।
১৫. উপমান–উপমেয় সম্বন্ধ	:	**ননির** পুতুল, **লোহার** শরীর, **বিদ্যার** সাগর।
১৬. বিশেষণ সম্বন্ধ	:	**সুখের** দিন, **যৌবনের** চাঞ্চল্য।
১৭. নির্ধারণ সম্বন্ধ	:	**সবার** সেরা, **সবার** ছোটো।
১৮. কারক সম্বন্ধ :		
(ক) কর্তৃ সম্বন্ধ	:	**রাজার** হুকুম।
(খ) কর্ম সম্বন্ধ	:	**প্রভুর** সেবা, **সাধুর** দর্শন।
(গ) করণ সম্বন্ধ	:	**চোখের** দেখা, **হাতের** লাঠি।
(ঘ) অপাদান সম্বন্ধ	:	**বাঘের** ভয়, **বৃষ্টির** পানি।
(ঙ) অধিকরণ সম্বন্ধ	:	**খেতের** ধান, **দেশের** লোক, **চোখের** জল।
(চ) সম্প্রদান সম্বন্ধ	:	**ভিক্ষার** চাল, **বন্যার** ত্রাণ।

সম্বোধন পদ

'সম্বোধন' শব্দটির অর্থ আহ্বান। যাকে সম্বোধন বা আহ্বান করে কিছু বলা হয় তাকে **সম্বোধন পদ** বলে। যেমন :

ওহে মাঝি, আমাকে পার করো।

সুমন এখানে নেই।

হে নাবিক, মিনতি আমার রাখো।

জ্ঞাতব্য : সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ। কিন্তু বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।

১. অনেক সময় সম্বোধন পদের পূর্বে ওগো, ওরে, হে, ওগো, অয়ি প্রভৃতি অব্যয়বাচক শব্দ বসে সম্বোধনের সূচনা করে। যেমন :
   '**ওগো,** তোরা জয়ধ্বনি কর।'
   '**ওরে,** আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।'
   '**অয়ি** নিরমল উষা, কে তোমাকে নিরমিল?'
২. অনেক সময় শুধু সম্বন্ধসূচক অব্যয়টি কেবল সম্বোধন পদের কাজ করে থাকে।
৩. সম্বোধন পদের পরে অনেক সময় বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেওয়া হয়। এই ধরনের বিস্ময়সূচক চিহ্নকে সম্বোধন চিহ্নও বলা হয়। কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন চিহ্ন স্থানে কমা (,) চিহ্নের প্রয়োগই বেশি হয়। যেমন :
   ওরে খোকা, যাবার সময়ে একটা কথা শুনে যাস।

প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসারে কারক ও বিভক্তি নির্ণয়ের কৌশল

সংস্কৃতের মতো বাংলায় কোনো কারকের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো বিভক্তি নেই বলে 'বিভক্তি' দিয়ে বাংলায় কারক চেনা যায় না। বাংলা সব কারকে প্রায় সব বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। তাই কারক চেনার সহজ উপায় নেই। বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে নামপদগুলোর সম্বন্ধ চিহ্নিত করতে না পারলে কারক চেনা যাবে না। তাই বাংলা বাক্যে কারক নির্ণয়ের জন্যে ক্রিয়ার সঙ্গে নাম–পদের সম্বন্ধ স্থির করে নিতে হয়। এটাই বাংলা কারক চেনার একমাত্র উপায়।

সাধারণত ক্রিয়ার সঙ্গে একেক ধরনের প্রশ্ন করে একেকটা কারক নির্ণয় করা হয়। যেমন :

কারক	যে প্রশ্ন করে কারক চেনা যায়	বাক্যের ধরন	সচরাচর যে বিভক্তি যুক্ত হয়
কর্তাকারক	কে?/কীসে? + ক্রিয়া	বাক্যের কর্তা প্রধান	শূন্য (প্রথমা)

কর্মকারক	কী?/কাকে? + ক্রিয়া	কর্তার কাজ বোঝাবে	দ্বিতীয়া
করণ কারক	কী/কীসের দ্বারা? + ক্রিয়া	মাধ্যম বা media বোঝাবে	তৃতীয়া
অপাদান কারক	কী/কীসের/কোথা থেকে? + ক্রিয়া	গৃহীত, উৎপন্ন, ভীত, চলিত, পতিত, বোঝাবে	পঞ্চমী
অধিকরণ কারক	কখন?/কোথায়?/কীভাবে?/বিষয়ে? + ক্রিয়া	স্থান, কাল, বিষয়, ভাব বোঝাবে	সপ্তমী
সম্প্রদান কারক	কাকে দান করা হলো?	স্বত্ব ত্যাগ বোঝাবে	চতুর্থ

অন্যদিকে, কোনো বাক্যের বিশেষ কোনো পদের বিভক্তি নির্ণয় করার সময় মূলশব্দটি কী এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত কোন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বিভক্তি হিসেবে যুক্ত হয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। যেমন : **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে। এখানে 'বুলবুলি' হচ্ছে মূল শব্দ আর '–তে' সপ্তমী বিভক্তি যোগ হয়েছে।

৩.১৫.১৫ কারক ও বিভক্তি নির্ণয়

ক্রমিক নং	প্রদত্ত বাক্য	কারক	বিভক্তি
১.	বিপদে মোরে রক্ষা করো।	অপাদানে	৭মী
২.	বিপদে যেন করিতে পারি জয়।	কর্মে	৭মী
৩.	বিপদে ধৈর্য ধারণ করো।	অধিকরণে	৭মী
৪.	তিলে তৈল আছে।	অভিব্যাপক অধিকরণে	৭মী
৫.	তিলে তৈল হয়।	অপাদানে	৭মী
৬.	টাকায় টাকা হয়।	অপাদানে	৭মী
৭.	টাকায় কী না হয়।	করণে	৭মী
৮.	গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।	অধিকরণে	৭মী
৯.	শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।	উপলক্ষণ বা লক্ষণাত্মক করণে	৭মী
১০.	লোকটা কান্নায় ভেঙে পড়ল।	করণে	৭মী
১১.	কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।	ভাবাধিকরণে/ভাবে	৭মী
১২.	লোকে বলে।	কর্তায়	৭মী
১৩.	তাকে বলো।	কর্মে	২য়া
১৪.	শুক্রবার স্কুল বন্ধ।	অধিকরণে	শূন্য
১৫.	শুক্রবার হতে স্কুল বন্ধ।	কালাত্মক অপাদানে	৫মী
১৬.	কলমে কালি ঝরে।	অপাদানে	৭মী
১৭.	কলমে কালি ধরে।	অধিকরণে	৭মী
১৮.	নতুন ধানে হবে নবান্ন।	করণে	৭মী
১৯.	ধানে খই হয়।	অপাদানে	৭মী
২০.	জমিতে ধান জন্মে।	কর্তায়	শূন্য
২১.	পরীক্ষা আসলে চোখে জল ঝরে।	অপাদানে	৭মী
২২.	সে চোখে দেখে না।	করণে	৭মী
২৩.	ফুটবল একটি জনপ্রিয় খেলা।	কর্তায়	শূন্য
২৪.	ছেলেরা ফুটবল খেলে।	করণে	শূন্য
২৫.	ছেলেটি একটি ফুটবল কিনেছে।	কর্মে	শূন্য
২৬.	ছাদে পানি পড়ে।	অপাদানে	৭মী
২৭.	ছাদ থেকে নদী দেখা যায়।	অধিকরণে	৫মী
২৮.	ঈশ্বরে বিশ্বাস করো।	কর্মে	৭মী
২৯.	ঈশ্বর থাকেন ওই ভদ্র পল্লিতে।	কর্তায়	শূন্য
৩০.	ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।	অধিকরণে	৭মী
৩১.	ঘোড়ায় গাড়ি টানে।	কর্তায়	৭মী
৩২.	ছায়ায় বসো।	অধিকরণে (স্থানাধিকরণ)	৭মী
৩৩.	কোথা সে ছায়া সখি।	কর্মে	শূন্য
৩৪.	বাবা ঢাকা থাকেন।	অধিকরণে	শূন্য

ক্রমিক নং	প্রদত্ত বাক্য	কারক	বিভক্তি
৩৫.	গাড়ি ঢাকা ছাড়ল।	অপাদানে	শূন্য
৩৬.	চোখ দিয়ে পানি পড়ে।	অপাদানে	৩য়া
৩৭.	চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়।	করণে	৭মী
৩৮.	জ্ঞানে বিমল আনন্দ লাভ হয়।	করণে	৭মী
৩৯.	জ্ঞানে বিমল আনন্দ লাভ হয়।	কর্মে	শূন্য
৪০.	সে আনন্দে আত্মহারা হলো।	করণে	৭মী
৪১.	লেজে খেলায়।	করণে	৭মী
৪২.	তার লেজে পাড়া দেওয়া যায় না।	অধিকরণে	৭মী
৪৩.	ধোপাকে কাপড় দাও।	কর্মে	২য়া
৪৪.	কাঁথায় শীত মানে না।	করণে	৭মী
৪৫.	নকশি কাঁথায় নকশা আঁকো।	অধিকরণে	৭মী
৪৬.	আমারে তুমি করিবে ত্রাণ।	কর্মে	২য়া
৪৭.	আমায় একটু আশ্রয় দিন।	কর্মে	৭মী
৪৮.	অন্ন চাই।	কর্মে	শূন্য
৪৯.	অন্নহীনে অন্ন দাও।	কর্মে	৭মী
৫০.	বিহগে ললিত গীতি শিখিয়েছে ভালোবাসি।	কর্মে	৭মী
৫১.	বিহগে গান গাইছে।	কর্তায়	৭মী
৫২.	আমার যাওয়া হবে না।	কর্তায়	৬ষ্ঠী
৫৩.	তার দেখা পেলাম না।	কর্মে	৬ষ্ঠী
৫৪.	করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ঘুরে।	অপাদানে	শূন্য
৫৫.	বৃন্দাবনে রাধা নেই।	অধিকরণে	৭মী
৫৬.	পরীক্ষা আসলে মন খারাপ হয়।	কর্তায়	শূন্য
৫৭.	সে পরীক্ষা দেয়নি।	কর্মে	শূন্য
৫৮.	হাতে কাজ করো।	করণে	৭মী
৫৯.	পাতায় পাতায় পড়ে নিশিরে শিশির।	অধিকরণে	৭মী
৬০.	লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।	অপাদানে	৭মী
৬১.	লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।	করণে	৭মী
৬২.	পাপে বিরত হও।	অপাদানে	৭মী
৬৩.	গুরুজনে করো নতি।	কর্মে	৭মী
৬৪.	আমা হতে এ কাজ হবে না।	কর্তায়	৫মী
৬৫.	মেঘ হতে বৃষ্টি হয়।	অপাদানে	৫মী
৬৬.	জিজ্ঞাসিব জনে জনে।	কর্মে	৭মী
৬৭.	দু দণ্ডে চলে যায় দুদিনের পথে।	কালাত্মক করণে	৭মী
৬৮.	চারদিন হতে আমার জ্বর।	কালাত্মক অপাদানে	৫মী
৬৯.	পাহাড় নাড়ায় সাধ্য কার।	কর্মে	শূন্য
৭০.	আমি পাহাড়ে উঠিনি।	অধিকরণে	৭মী
৭১.	আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়।	কর্তায়	শূন্য
৭২.	সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।	ব্যতিহার কর্তায়	৭মী
৭৩.	হাসিতে মুক্তা ঝরে।	অধিকরণে/ভাবে	শূন্য
৭৪.	পুকুরে পানি আছে।	ঐকদেশিক আধারাধিকরণ	৭মী
৭৫.	পুকুরে মাছ আছে।	সামীপ্য ঐকদেশিক	৭মী
৭৬.	ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে।	আধারাধিকরণ	৫মী

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

ক্রমিক নং	প্রদত্ত বাক্য	কারক	বিভক্তি
৭৭.	ঘাট থেকে নৌকা ছেড়ে গেল।	অপাদানে	২য়া
৭৮.	হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে।	অধিকরণে	৩য়া
৭৯.	খিলি পান দিয়ে ওষুধ খাবো।	অধিকরণে	৭মী
৮০.	এক থালাতে খাবো মোরা।	অপাদানে	৭মী
৮১.	ছেলেরা পুকুরে মাছ ধরে।	অপাদানে	৭মী
৮২.	ডাক্তার ডাকো।	কর্মে	২য়া
৮৩.	ডাক্তারকে ডাকো।	কর্মে	৩য়া
৮৪.	তার গা দিয়ে ঘাম ঝরে।	অপাদানে	৩য়া
৮৫.	কলা দিয়ে ওষুধটা খাও।	অধিকরণে	৩য়া
৮৬.	গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।	কর্তায়	৭মী
৮৭.	সন্ন্যাসীর গায়ে লাগিতে চরণ থামিল বাসব দত্তা।	অধিকরণে	৭মী
৮৮.	ঝিনুকে খোঁচা লেগেছে।	করণে	৭মী
৮৯.	ঝিনুককে ডাকো।	কর্মে	২য়া
৯০.	অর্থ অনর্থ ঘটায়।	কর্মে	শূন্য
৯১.	আকাশ মেঘে ঢাকা।	অধিকরণে	শূন্য
৯২.	আমার ভাত খাওয়া হলো না।	কর্মে	শূন্য
৯৩.	আকাশে চাঁদ উঠেছে।	অধিকরণে	৭মী
৯৪.	ইট–পাথরের বাড়ি বেশ শক্ত।	করণে	৬ষ্ঠী
৯৫.	ইটের বাড়ি সহজে ভাঙে না।	করণে	৬ষ্ঠী
৯৬.	এ কলমে ভালো লেখা হয়।	করণে	৭মী
৯৭.	এ জমিতে সোনা ফলে।	অধিকরণে	৭মী
৯৮.	এ কলমে বেশ লেখা যায়।	করণে	৭মী
৯৯.	কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।	অধিকরণে	৭মী
১০০.	কাচের জিনিস সহজে ভাঙে।	করণে	৬ষ্ঠী
১০১.	কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।	অধিকরণে	৭মী
১০২.	কৃষক লাঙল চষছে।	করণে	শূন্য
১০৩.	কালির দাগ সহজে ওঠে না।	সম্বন্ধ	৬ষ্ঠী
১০৪.	কাজে মন দাও।	কর্মে	৭মী
১০৫.	গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।	অধিকরণে	৭মী
১০৬.	গোরুতে গাড়ি টানে।	কর্তায়	৭মী
১০৭.	গগনে গরজে মেঘ।	কর্তায়	শূন্য
১০৮.	ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।	অধিকরণে	৭মী
১০৯.	চোরের ভয়ে ঘুম আসে না।	অপাদানে	৬ষ্ঠী
১১০.	ছাগলে কী না খায়।	কর্তায়	৭মী
১১১.	জলকে চল।	নিমিত্তার্থে	৪র্থী
১১২.	জল পড়ে পাতা নড়ে।	কর্তায়	শূন্য
১১৩.	জমিতে সোনা ফলে।	অধিকরণে	৭মী
১১৪.	জলের লিখন থাকে না।	করণে	৬ষ্ঠী
১১৫.	জেলে মাছ ধরে।	কর্তায়	শূন্য
১১৬.	জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।	অধিকরণে	৭মী

ক্রমিক নং	প্রদত্ত বাক্য	কারক	বিভক্তি
১১৭.	ট্রেনটি ঢাকা ছেড়েছে।	অপাদানে	শূন্য
১১৮.	টাকার লোভ ভালো নয়।	সম্বন্ধে	৬ষ্ঠী
১১৯.	তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত।	অধিকরণে	৭মী
১২০.	তিনি হজে গেছেন।	নিমিত্তার্থে	৭মী
১২১.	তিনি বাড়ি নেই।	অধিকরণে	শূন্য
১২২.	তারা ফুটবল খেলে।	করণে	শূন্য
১২৩.	তার ধর্মে মতি আছে।	অধিকরণে	৭মী
১২৪.	দশে মিলে করি কাজ।	কর্তায়	৭মী
১২৫.	দুধে ছানা হয়।	অপাদানে	৭মী
১২৬.	ধান থেকে চাউল হয়।	অপাদানে	৫মী
১২৭.	ধনী দরিদ্রকে ঘৃণা করে।	কর্মে	২য়া
১২৮.	নিজের চেষ্টায় বড়ো হও।	করণে	৭মী
১২৯.	নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীণা রচিত হয়।	কর্তায়	৩য়া
১৩০.	নদীতে মাছ আছে।	অধিকরণে	৭মী
১৩১.	শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয়।	কর্তায়	শূন্য
১৩২.	সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরু মহাশয়।	কর্মে	৭মী
১৩৩.	সরোবরে পদ্ম জন্মে।	অধিকরণে	৭মী
১৩৪.	সব ঝিনুকে মুক্তা মিলে না।	অধিকরণে	৭মী
১৩৫.	সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়।	কর্মে	শূন্য
১৩৬.	সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দেবো কোথা।	অধিকরণে	৭মী
১৩৭.	সাপুড়ে সাপ খেলায়।	কর্তায়	শূন্য
১৩৮.	সমুদ্রজলে লবণ আছে।	অধিকরণে	৭মী
১৩৯.	সে বাড়ি নেই।	অধিকরণে	শূন্য

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION